M.A, 4th Sem, আধুনিক কাব্য বিশেষপত্র

তুমিই আমার মিছিলের সেই মুখ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় নারী — ঊর্মি চৌধুরী, (ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে বই থেকে)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নারীভাবনা অন্য সমস্ত কবিদের নারীভাবনা থেকে স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত। কোথায় এই স্বাতন্ত্র্য? আবহমান কাল থেকে আমরা বাংলা কবিতায়, এমনকি বিশ্বসাহিত্যের অন্যান্য কবিতাতেও নারীর কাছে পুরুষের প্রত্যাশা হিসাবে কি পেয়েছি? ''আমার দৃষ্টি তোমার দুয়ারে যাচে, নম্র চোখের কম্প্র কাজল রেখা।'' (রবীন্দ্রনাথ)। ভীরুতা, নম্রতা, দ্বিধা, 'আনত দিঠি'– এগুলি নারীর কাছে পুরুষের চির আকাঙ্খিত ধন। ''ভীরু মাধবী তোমার দ্বিধা কেন?'' (রবীন্দ্রনাথ)। নারী 'দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে স্মিতহাস্যে চলবে। স্মরণ করতে পারি,

'অনাদি যুগের যত চাওয়া যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে।'

(শাশ্বতী/সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

''একটি কথার দ্বিধা থরথর চুড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী।''

(শাশ্বতী/সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

পুরুষ নারীর কাছে আশ্রয় চেয়েছে—

''পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের
বনলতা সেন।''

(জীবনানন্দ দাস/বনলতা সেন)

কখনও বা চেয়েছে
বরাভয়—

''ক্রেসিডা তোমার থমকানো চোখে চমকায়
বরাভয়।''

(বিষ্ণু দে/ক্রেসিডা

নারীপ্রগতির জয়গানে মুখর চিত্রাঙ্গদা'তে নারী, অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদা প্রস্তাব দিয়েছে, 'যদি পার্শ্বে রাখ মোরে ....।' অর্থাৎ, পুরুষ যদি অনুগ্রহ করে তাকে পাশে রাখে।

কোথাও বা পুরুষ নারীকে শ্রোতা চেয়েছে, কোথাও বা নিজে শ্রোতা হ'তে চেয়েছে।

''আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো
জীবনে জীবনে তার শেষ নেই কোনো।''

দুঃখেব আবর্তে নৌকো ডোবে
নূতন প্রাণের বার্তা জাগে।
নীলান্ত আকাশে শেষ পাইনি কখনো
আমি যেন বলি, আর, তুমি যেন শোনো।।

(চিরদিন/অমিয় চক্রবর্তী)

কিন্তু দুজনে মিলে দুঃখের আবর্তের প্রতিরোধে দাঁড়াবার, নৌকা ডোবার প্রতিকার করা, বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করা বা বাঁচানোর চিত্র কোথাও নেই। অর্থাৎ, দুজনে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধের চিত্র কোথাও নেই।

"তুমি যেন বলো, আর আমি যেন শুনি
প্রহরে প্রহরে যায় কল্পজাল বুনি।"

বিশ্বসাহিত্যে কোথাও বা দেখি নারীর কাছে পুরুষের কাঙ্খিত কামনরা ছবি।

"Mary, hold me tight and down we went."

(Wastelend/T.S.Eliot)

কোথাও বা নারীর রূপ বন্দনার পর মিলন আকাঙ্খায় ব্যস্ত পুরুষ পাই।

To his coy Mistress" কবিতায় পাই—

"Had we but world enough, and time
This coyness, Lady, were no crime...."

(Andrew Marvell)

রূপবর্ণনার পর প্রেমিকাকে জানানো হয়, না হ'লে তার কৌমার্য (Virginity) উপভোগ করবে কীটেরা (worms)। এমন ভয় ও কামনা-জর্জরিত পুরুষ তার প্রেমিকাকে দেখিয়েছে।

অজস্র রূপমুগ্ধ পুরুষ এগিয়ে এসেছে নারীবন্দনায়।

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু, নয়ন না
তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখলু
তব হিয়া জুড়ন না গেল।"

রূপমুগ্ধ পুরুষ, প্রণয় ভিক্ষু পুরুষ, কামনা সর্বস্ব পুরুষকে কবিতায় আমরা বারেবারে পাচ্ছি।

প্রেমের দ্বিধা থরোথরো ভাব সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভেঙে দিলেন। তাঁর কবিতায় নারী বলিষ্ঠভাবে উপস্থিত হ'ল।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আচ্ছন্নতা বা অবিলতা থেকে এ যাবৎ কাল নারীকে দেখে এসেছেন কবিরা। কিন্তু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দেখার চোখ অন্য।

"....: লড়াকু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মেয়েরাই আমার মনকে টানে। মেয়েদের এই বৈশিষ্ট্যই আমার বেশা প্রিয়। সৌন্দর্য বা চেহারা সেভাবে মনকে নাড়াতে পারে না। এটা হয়েছে ছোটবেলা থেকে আমার মায়ের ব্যক্তিত্ব দেখে।"

(দৈনিক বর্তমান, ২৩মে, ১৯৯২, চতুষ্পদী)

তাই তিনি বলেন—

"মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ
মুষ্টিবদ্ধ একটি শাণিত হাত,
আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত,

ফসফরাসের মত জ্বলজ্বল করতে থাকল
মিছিলের সেই মুখ।"

কবি যে অন্য সব কবিদের থেকে নারীভাবনায় আলাদা, তা দেখিয়ে দিচ্ছে পরের পংক্তিকয়টি।

"কারো বাঁশির মতো নাক ভালো লাগে
কারো হরিণের মতো চাহনি নেশা ধরায়
কিন্তু হাত তাদের নামানো মাটির দিকে,
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে জ্বলে ওঠে না তাদের দৃপ্ত মুখ
ফসফরাসের মতো।"

কালিদাসের মেঘদূতের পংক্তি মনে পড়ে যাচ্ছে–

"তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষমা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভীঃ।"

(উত্তরমেঘ, ৮৫)

কিংবা,

"দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে,
কালোমেয়ের কালো হরিণ চোখ।"

(রবীন্দ্রনাথ)

প্রেমের জন্ম লাবণ্যময় রূপ দেখে। নারী রূপবন্দনায় অন্যান্য কবিদের কলম তাই মুখর। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিন্তু অন্য ভাবনায় প্রাণিত। তথাকথিত "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য" নয়, নারীদেরকে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। মাটির দিকে হাত নামানো হ'লে হবে না। তার মনের নারীকে বিপ্লবের কাজে তাঁর সঙ্গে অংশ নিতে হবে।

'সুন্দর' কবিতায় সেই একই ভাবনার পরিচয় পাই।

যখন তোমার আঁচল দমকা হাওয়ায় একা একা উড়ছিল

তখনও নয়
বিকেলের পড়ন্ত রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম
তোমার মুখে যখন মুক্তোর মতো জ্বলছিল
তখনও নয়
কী একটা কথায় আকাশ উদ্ভাসিত করে
তুমি যখন হাসলে
তখনও নয়
যখন ভোঁ বাজতেই
মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি করে ইস্তেহারের জন্যে
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল
যখন তোমাকে আর দেখা গেল না—
তখনই
আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে।
(সুন্দর)

অর্থাৎ চটকলের শ্রমিকদের মধ্যে ইস্তাহার বিলিরত অবস্থাতেই নায়িকাকে কবির সব থেকে সুন্দর লেগেছে। নারীর সংগ্রামী মূর্তি, বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী মূর্তি কবির কাঙ্ক্ষিত। এর আগে এমন কবিতা পেয়েছি কি? মনে পড়ছে মায়াকোভস্কির উক্তি —

("We" কবিতাটি) (1929)
Compress
in collective brains
the brains of each woman and man
To become titanic
never head of yet Edisons.
of our five–
ten–
fifty year plan!
Our soviet freedom,
....
Our Soviet Sun Shine, Our Soviet banner.

নায়িকার হাসি নিয়ে আজ পর্যন্ত অজস্র কবিতা লেখা হয়েছে।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী,
হরতিদর তিমিরম্ অতি ঘোরম্

(গীতগোবিন্দম্)

জসীমউদ্দিন—

'একখানি হাসি' কবিতা ''একখানি হাসি! আকাশ হইতে একটি পাখির গান,
দুপুরের রোদে লাঙল চষিতে জুড়ালো
চাষীর কান।
একখানি হাসি। গংকিনীজলে যেন বেহুলার ভেলা,
..............'' ইত্যাদি

'শুদ্ধসত্ত্ব বসু'র 'চোখ' কবিতায় দেখি ফাল্গুনের তীব্র স্বাদে ভারাক্রান্ত দুচোখ তোমার। /.........তোমার দুচোখে যেন জীবনের অগাধ ইশারা —''

রবীন্দ্রনাথের লেখায় যেখানে পাই, ''তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।'' সেখানে বহু পরবর্তীকালে অরবিন্দ গুহর (১৯২৮)- কবিতায় পাই ''তুমি বিচিত্র তৃষ্ণার সরোবর।''

কিন্তু, সুভাষ মুখোপাধ্যায় নারী ভাবনায় এসব কথা থাকে না। তাঁর 'সালেমনের মা' কবিতায় আমরা চোখে পিচুটি পরা এক মেয়ের কথা শুনি।

তাঁর কবিতায় পুরুষ নারীর পরিত্রাতা, আশ্রয়দাতা বা অভয়দাতা ও নয়। স্মরণীয়—

''এস, স্মরণীয় চলে এসো, মোর হাতে হাত
দাও তোমার/কঙ্কা শঙ্কা কোর না।''

(শেষের রাত্রি/বুদ্ধদেব বসু)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় শ্রেণীহীন সমাজের দিকে যাত্রা করতে চাইছেন। সেখানে প্রকৃত মহিমায় নারী প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই সংগ্রামে নারী নিজে অংশ নেবে। তাই কবি বলে ওঠেন,

''তুমিই আমার মিছিলের সেই মুখ।''

'চিত্রাঙ্গদা'র বিপরীত ভাবনায় প্রাণিত হন তিনি—''আমাকে কঠিন বাহু দিয়ে বাঁধো তুমি–।''

বিপ্লবের কাজে সঙ্গিনী হবেন কবির প্রেমিকা—

''তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে
আনতে চলেছি
লাল টুকটুকে দিন।''

আমাদের সমাজে কালো মেয়েদের বিয়ে হওয়া কঠিন। ''ফুল ফুটুক না ফুটুক''

কবিতায় তার ছবি ফুটে উঠেছে। কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়েদের বিয়ের ভাবনা ভাবতে নেই। গায়ে প্রজাপতি এসে বসলে দড়াম করে সে দরজা বন্ধ করে দেয়। 'মেজাজ' কবিতাতেও কালো বউয়ের কথা পাই।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজে বলেছেন—

মায়ের রঙ ছিল শ্যামলা। শ্যামলা রঙ নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে তাঁকে কথাও শুনতে হয়েছে। কালো রঙ আর অভাবের জন্য নানাভাবে অন্যায় করা হয়েছে আমার মায়ের ওপর .... তবে আমার মা এবং আমাদের দেশের কালো মেয়েদের এই অপমানের ছবি আমি আমার কবিতায় কিছু এঁকেছি .... এমনিতেও মেয়েদের প্রতি আমার একটা পক্ষপাতিত্ব রয়েছে।' (চতুষ্পর্ণী, বর্তমান, ১৯৯২—পূর্ণ দিন্দা-র 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যে নারী' প্রবন্ধে এটি উদ্ধৃত আছে।)

'মেজাজ' কবিতায় কালো বধূটি ব্যক্তিত্ব সম্পন্না। শাশুড়ীর সঙ্গে সে সমানে লড়াই চালিয়ে যায়। সন্তান হ'লে সে তার নাম রাখতে চায় আফ্রিকা। কারণ, "কালো মানুষেরা কি কাণ্ডটাই না করছে সেখানে" কালো মানুষেরা দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, সব চেয়ে সহজ ক্রীতদাসী হল মেয়েরা।

মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে তাঁর উক্তি "পাত্র কিনলো মেড ইন লন্ডন," সমাজের পণপ্রথাকে ব্যঙ্গ করে।

তাঁর কবিতায় বিদ্রোহী নারী আছে। যেমন, 'পারুল বোন' কবিতাটি লেখা হয়েছে রাজনৈতিক কর্মী 'ইলা মিত্র'-কে নিয়ে।

আবার, আটপৌরে, সাধারণ নারীর কথাও আছে।

"ছেঁড়া সেলাইয়ের ছুঁচে ভাঙা জোড়া দেওয়ার আঠায়
তুমি আছ
ছুঁলেই টের পাই ....।"

(তুমি তো কাঁদো না)

কিন্তু, এই সাধারণ নারীও কান্নায় ভেঙে পড়ে না। "বেতের ফলের মত তার ম্লান চোখ" কবির মনে পড়েনা, "কী আশ্চর্য/কখনই তুমি তো কাঁদো না।"

তাঁর কবিতায় তুলসীর মঞ্চ ('স্বাগত') আছে, নিকানো উঠান, সারি সারি লক্ষ্মীর পা, শাঁখে ফুঁ দেয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ একাধিকবার আসে। শুধুমাত্র বিপ্লবী নারী নয়, ঘরোয়া নারীর অনুষঙ্গও তাঁর কবিতায় আছে।

সংসারী নারীর জীবন থেকে নীল আকাশ যে 'উবে যায়' সেখানে অন্ধকার এসে আশ্রয় নেয়, এ সত্যও তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে। (পুপে)

কখনও বা তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে আসন্নপ্রসবা রমণী, (একটি লড়াকু সংসার) যে কোনরকমে কোমর বেঁকিয়ে ছাগলটাকে খাওয়ায়, কোথাও বা মাতাল স্বামীর কর্মনিপুণা স্ত্রীর ছবি পাই, বাসিমুখে কখনও বা আশাবাদী নারীর ছবি পাই।

"জলায় এবার ভালো ধান হবে—
বলতে-২ পুকুরে গা ধুয়ে
এ বাড়ির বউ এল আলো হাতে
সারাটা উঠোন জুড়ে
অন্ধকার নাচাতে নাচাতে।"

(আরও একটা দিন)

কখনও বা দেশজননীর প্রতি ভালোবাসা ফুটে ওঠে। নিজের জননীরূপে দেশজননীকে কল্পনা করেন।

"আমি ভীষণ ভালবাসতাম আমার মাকে
কখনো মুখ ফুটে বলি নি।"

(জননী জন্মভূমি)

কিছু কিছু মেয়েলি ভাষাও উঠে আসে তাঁর কলমে। যেমন—মুখপুড়ি, মিনসে, আইবুড়ো।

পরবর্তীকালে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় যৌথভাবে বিপ্লবী কর্মে অংশগ্রহণের জন্য প্রেমিকাকে আহ্বান জানতে দেখি—

"হে রাজকন্যা, সাড়া দাও, কেন মৌন পাষাণ?
আমার সঙ্গে ক্ষেতে গিয়ে তুমি তুলবে না ধান?"

(ব্যর্থতা)

এই ভাবনার কিছুটা প্রকাশ দেখি বিষ্ণু দে-র 'এল্‌সিনেরো' কবিতায়

"এস দুইজনে মৃত্যুর পূর্তি দূর করি খরস্রোতে
জুঁই চামেলিতে সুবাস ছড়াই স্বচ্ছ হাওয়ায় হাওয়ায়
জীবনের তটে তটে বিস্তারি নবজীবনের পলি।"

কিন্তু, সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় যৌথভাবে প্রেমিকার সঙ্গে লাল টুকটুকে দিন আনার যে স্বপ্ন দেখেন, তা অনবদ্য। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন—

"আজও দুবেলা পথে ঘুরি
ভিড় দেখলে দাঁড়াই
যদি কোথাও খুঁজে পাই মিছিলের সেই মুখ।"